ভূমিকা ঃ

"২০০০ সালে সবার জন্য স্বাস্থ্য" শ্লোগানটি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার। তাঁরা এই শ্লোগানকে সংস্থার অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আমাদের দেশেও সরকারী-ভাবে শ্লোগানটি গৃহীত ও সমাদৃত।

কিন্তু "বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা" কর্তৃক গৃহীত হবার পর (১৯৭৮ সাল আলমা আতা) সত্তর দশকের শেষার্ধে আশির শুরুতে সারা বিশ্বের জনস্বাস্থ্যের পরিস্থিতি ছিল উদ্বেগ-জনক।

বিশ্বে ৮০০ মিলিয়নের বেশী মানুষ বাস করছিলেন দারিদ্র্য সীমার নীচে। যেখানে শিশু মৃত্যুর হার ছিল সর্বাধিক (মোট মৃত্যুর ১/৩'শের বেশী) প্রতি বৎসর আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশে ১১ মিলিয়নের বেশী শিশু (পাচ বছরের কম বয়সী) মারা যাচ্ছে ক্ষুধা, অপুষ্টি আর সংক্রামক ব্যাধির কারণে। অন্য কথায় অনুন্নত বিশ্বে প্রতি বৎসর আমাদের অজান্তে নিঃশব্দে ২০টি করে আণবিক বোমা বিস্ফোরিত হচ্ছে, আমরা কেউই যার খোঁজ রাখছি না। এ-তৃতীয় বিশ্বের আশি শতাংশ মানুষ আজ ব্যক্তিগত চিকিৎসা সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

কিন্তু এ-মৃত্যুকে প্রতিরোধ করা সম্ভব। যদি সম্ভব হয় মানুষকে মারার এসব মারণাস্ত্র তৈরী বন্ধ করা।

আমাদের দেশও ব্যতিক্রম নয়। পৃথিবীর দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম বাংলাদেশ। যেখানে মাথাপিছু গড় বাৎসরিক আয় ১৪০ মার্কিন ডলার, টাকার অঙ্কে যার পরিমাণ দাঁড়ায় স'ড়ে চার হাজার টাকার মত, আর এই গড় আয়ে যদি কোটিপতির লক্ষ-পতির অংশ হিসেবে নেয়া হয়, তাহলে দেশের সাধারণ মানুষের প্রকৃত আয় নেমে যাবে আরো অনেক নীচে।

পটভূমি ঃ

এক বিশাল দরিদ্র জনগোষ্ঠী, অন্যদিকে পরিমিত সম্পদ ও অনুৎপাদনশীল খাতে বর্ধিত ব্যয়, এ-অবস্থায়

আমাদের দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির পাশাপাশি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আজ এক চরম সমস্যার মুখোমুখি। [উল্লেখ্য যে ঔষধের জন্য বর্তমান মাথাপিছু গড় ব্যয় মাত্র ২'২৮ টাকা]

একদিকে রাজধানী শহর দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে—অন্যদিকে এই একটি মাত্র শহরকে কেন্দ্র করে বেশী বিনিয়োগের কারণে, গ্রাম থেকে কাজের সন্ধানে মানুষের আগমনও এ-শহরকে কেন্দ্র করে। আর তাই স্বাভাবিক ভাবেই শহরে বাড়ছে দুঃস্থ ও বস্তি এলাকার মানুষের সংখ্যা।

১৯৮৮ সালে নগর গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা পৌর কর্পোরে-শনের জন্য শহরের বস্তির উপর এক জরিপ চালিয়েছে, সে অনুযায়ী বস্তির সংখ্যা ১৯২৫ টি।

যদি ঢাকা শহরের বর্তমান জনসংখ্যা ধরা হয় ৪৫ লক্ষ। আগামী বছরগুলোতে বস্তির জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এতে কোন সন্দেহ নেই। জনসংখ্যা বৃদ্ধির এ হার বজায় থাকলে ২০০০ সাল নাগাদ ঢাকার জনসংখ্যা দাঁড়াবে সম্ভবতঃ ৯০ লক্ষ থেকে এক কোটির মত। তাহলে তখন বস্তির জনসংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ৫০ লক্ষ।

একটি নগরীর অধিকাংশ মানুষ যদি দরিদ্র হয়ে পড়ে তাহলে এর প্রভাব নগরের সর্বক্ষেত্রেই পড়বে। এদের জন্য তাই সৃষ্টি করতে হবে নতুন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। দিতে হবে বিভিন্ন পৌর সুবিধা (স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি)।

এসব কথা স্মরণ রেখে, এবং যতদিন সামগ্রিক ভাবে নতুন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড না আসছে তার জন্য বসে না থেকে কিছু উৎসাহী সমাজকর্মী ও তরুণ চিকিৎসক তেজগাঁও এলাকায় বস্তি ও দুঃস্থ মানুষের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ১৯৮৬ সালে গড়ে তোলেন ' নিরাময় ফ্রি ফ্লাইডে ক্লিনিক ', কিন্তু সামগ্রিক সমস্যার জন্য এ ছিল যেন সমুদ্রে বুদবুদের মত। বস্তি এলাকায় নিজেদের সাধ্য অনুযায়ী তাঁরা চেষ্টা চালিয়ে যান

মানুষকে চিকিৎসা দেবার প্রয়োজনমত ঔষধ যোগা-নোর। সহযোগিতা পান অনেকের। ধীরে ধীরে উপলব্ধি আসে, এ ক্ষুদ্র প্রয়াসে সামগ্রিক সমস্যার সমাধান হবে না। প্রয়োজন আরো বড় প্রয়াসের। কাজে লাগাতে হবে সমমনা আরো অনেক মানুষকে। তাহলে এ-সব ঘুমন্ত মানুষকে জাগিয়ে তোলা যাবে। সম্ভব হবে এদের জন্য ন্যূনতম প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। খুলে যাবে এর প্রয়োজনেই আরো অনেক নতুন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের দ্বার।

প্রাথমিক চিন্তা—বস্তি ও দুঃস্থ মানুষের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পরিচর্যার এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে "নিরাময় ফ্রি ফ্লাইডে" ক্লিনিকের জঠর থেকে জন্ম নিল "দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র"।

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঃ

১। দুঃস্থ মানুষ, মূলতঃ বস্তিবাসীর জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পরিচর্যার ব্যবস্থা করা।

২। দুঃস্থ মানুষ, মূলতঃ বস্তিবাসীর ভেতর রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিষেধক কার্যক্রম গ্রহণ করা (টীকা, বিশুদ্ধ খাবার পানি, স্যানিটারী ব্যবস্থা, ইত্যাদি)।

৩। দুঃস্থ মানুষ, মূলতঃ বস্তিবাসীর ভেতর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার—পরিকল্পনা কার্যক্রমকে জন প্রিয় ও কার্যকরী করে তোলা।

৪। দুঃস্থ মানুষ, মূলতঃ বস্তিবাসীদের সচেতন করার লক্ষ্যে শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা দেবার কার্যক্রম গ্রহণ করা, এবং বয়স্কদের প্যারামেডিকাল প্রশি-ক্ষণ দেবার উদ্যোগ নেয়া।

৫। "২০০০ সালে সবার জন্য স্বাস্থ্য" এই শ্লোগানকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে উল্লেখিত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য পরিচর্যার জন্য একটি জাতীয় নীতিমালা তৈরী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৬। উল্লেখিত জনগোষ্ঠীর ভেতর রোগ বিস্তৃতি, তার প্রকৃতি ও প্রতিরোধ সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহে অধ্যয়ন ও তথ্য গবেষণামূলক কার্যক্রমকে উৎসাহিত করা। দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া।

৭। দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আওতায় চিকিৎসা কার্যক্রম ও উল্লেখিত জনগোষ্ঠীর প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যায় সাহায্যকারী বিভিন্ন অব-কাঠামো গড়ে তোলা।

৮। দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের একটি মাসিক মুখপত্র বের করা।

৯। দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উল্লেখিত কার্যক্রম এগিয়ে নেবার লক্ষ্যে যথাযথ তহবিল সংগ্রহের ব্যবস্থা করা।

সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

সংগঠনের একটি ১৭ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় পরিষদ রয়েছে ; এ ছাড়া দৈনন্দিন কর্মতৎপরতার জন্য রয়েছে একটি ১১ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদ।

বর্তমান কার্যক্রম ঃ

(ক) তেজগাঁও অঞ্চল ১। নাখাল পাড়া রেল লাইন সংলগ্ন বস্তি।
২। তেজগাঁও ষ্টেশন সংলগ্ন নিম্নবিত্ত এলাকা।
৩। বেগুন বাড়ী বস্তি এলাকা।

(খ) সময় ঃ উপরোক্ত বস্তি ও নিম্নবিত্ত এলাকায় সপ্তাহে একদিন (যথাক্রমে শুক্রবার, শনিবার ও মঙ্গলবার) চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা থাকে। প্রতিটি চিকিৎসা কেন্দ্র নিজস্ব সময়সূচী অনুযায়ী কাজ করে।

(গ) চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মী ঃ তিনজন চিকিৎসক নিয়মিতভাবে সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনগুলিতে রোগী দেখেন ও ব্যবস্থাপত্র দেন।

(ঘ) দু'জন করে স্বাস্থ্য কর্মী চিকিৎসকদের কাজে সহযোগিতা করেন। যদি প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে সংগঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেয়া হয়।

(ঙ) রোগীর সংখ্যা ঃ গড়ে ৫০ জন।

(চ) ঔষধ ও অন্যান্য উপকরণ ঃ দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে বিভিন্ন ভাবে সংগৃহীত কিছু ঔষধও বিনামূল্যে রোগীদের দেয়া হয়।

উপসংহার ঃ

আমরা সমমনা দলমত নির্বিশেষে সবার কাছে আহবান জানাই, একটা বিরাট কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে। এর জন্য প্রয়োজন অর্থের, দক্ষ কর্মীর, উৎসাহী নেতৃত্বের, প্রয়োজনের তুলনায় আমাদের উদ্যোগ খুবই সীমিত। আজ এ কথা স্পষ্ট একটি শহরের অধিকাংশ লোক যদি গরীব হয়, তাহলে তার প্রভাব পড়বে সর্বক্ষেত্রে। একটি বিশাল জনগোষ্ঠী—নিজের দেশ—শহর এ সবের প্রতি যদি থাকে আমাদের বিন্দুমাত্র মমত্ববোধ, তাহলে আসুন "দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের" উদ্যোগকে নিজের জীবনের পাথেয় করে তুলি।

কার্যকরী পরিষদ ঃ

সভানেত্রী	ঃ	অধ্যাপিকা ডাঃ নাজমুন-নাহার
সহ-সভাপতি	ঃ	ব্যারিষ্টার শফিক আহমেদ
,,	ঃ	ডঃ এ. বি. এম. আবদুল্লাহ
মহাসচিব	ঃ	ডাঃ দিবালোক সিংহ
যুগ্মসচিব	ঃ	মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন
সাংগঠনিক সম্পাদক	ঃ	ডাঃ মাহমুদুর রহমান
অর্থ সচিব	ঃ	মুহাম্মদ ইমদাদুল হক
নির্বাহী সদস্য	ঃ	সিরাজ উদ্দিন আহমেদ ডাঃ জাওয়াদুর রহিম ওয়াদুদ কাজী ইয়াকুব রতন মোশাররফ হোসেন।

দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত,
ফার্মগেট (জনতা ব্যাংকের দোতলা) তেজগাঁও, ঢাকা।
১৯৮৮ ইং, ১৩৯৫ বাংলা।

দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র